22 MAY 2016
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
আমাদের সময়

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমপিও সুবিধাবঞ্চিত প্রতিষ্ঠান

এম এইচ রবিন

'স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় আমার হাতব্যাগটি টেনে ধরেন শাশুড়ি। রেগে বলেন– যেতে হবে না স্কুলে। বিনা বেতনে পোলাপাইন পড়াইয়া কী অইব। বাড়ি ঝাড়ু দেও আর কাপড় ধোও। ঈদের সময় সবাই বোনাস পেয়ে কাপড় কিনে। তুমি আমাদের কী দেও।'– এসব কথা বলতে-বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন একটি বেসরকারি স্কুলের তথ্যপ্রযুক্তির (আইসিটি) একজন নারী শিক্ষক।

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নেই এমপিওর বাজেট
- আন্দোলনের প্রস্তুতি শিক্ষকদের
- বন্ধ হয়ে গেছে ২৮১৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ওই শিক্ষক আমাদের সময়কে জানান, তার দুই সন্তান, মেয়ে একাদশ এবং ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। বাসায় অসুস্থ শাশুড়ি। স্বামীর সামান্য আয়ে যৌথ পরিবারের সংসারের খরচ মেটাতে হিমশিম খেতে হয়। নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চিন্তায় ২০০৫ সালে যোগ দেন মাগুরা জেলার একটি বেসরকারি স্কুলে সহকারী শিক্ষক পদে। স্কুলটি বালিকা বিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন নেয় না কর্তৃপক্ষ। পিছিয়েপড়া এলাকার দরিদ্র শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে শিক্ষকরাই সম্মিলিতভাবে সচল রেখেছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। ফলে কার্যত কোনো আয় না থাকায় এবং এমপিওভুক্ত না হওয়ায় এ স্কুলের কোনো শিক্ষকই বেতন-ভাতা পান না। এই শিক্ষকের মতোই মানবেতর দিনযাপন করছেন সরকারের এমপিও সুবিধাবঞ্চিত দেশের ৫ হাজারের বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। শুধু তাই নয়, এমপিওভুক্ত না করার এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এমপিও সুবিধাবঞ্চিত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এক যুগেরও বেশি সময় পার করা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনো এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় আছে।

শিক্ষকদের তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) সংখ্যা ৫ হাজার ২৪২টি। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন ৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী। লেখাপড়া করছে প্রায় ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রী। অথচ ২০১০ সালে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৫৫টি। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী ছিলেন এক লাখ ২০ হাজার। ছাত্রছাত্রী ছিল প্রায় ১৯ লাখ। এ হিসাবে গত ৬ বছরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে ২ হাজার ৮১৩টি।

বর্তমানে প্রায় ৫ লাখ এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে সরকার প্রতি মাসে ৯৪০ কোটি ৪৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা দিচ্ছে। এই সমপরিমাণ অর্থ এপ্রিল মাসেও প্রদান করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)– এমন তথ্য জানিয়ে শিক্ষকদের অভিযোগ, মাত্র ৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী সরকারি বেতনের অংশ (এমপিও) সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সরকার যখন মানসম্পন্ন লেখাপড়ার কথা বলে তখন এসব শিক্ষক-কর্মচারীর জীবন-জীবিকার কথা কি চিন্তা করেন?

২০১৪ সালের আগস্টে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনে গিয়ে নতুন এমপিও নীতিমালা তৈরির তাগিদ দেন। সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয় নীতিমালাও তৈরি করেছে। তবে নীতিমালা হলেও মন্ত্রণালয়ের কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই এমপিওর জন্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দের দাবিতে আন্দোলনে যাচ্ছেন নন-এমপিও ৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী।

এমপিও না পেয়ে দেশের নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা চরম ক্ষুব্ধ। এ প্রসঙ্গে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের সভাপতি অধ্যক্ষ মো. এশারত আলী গতকাল আমাদের সময়কে বলেন, তীব্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রী আমাদের তিন মাসের মধ্যে এমপিওভুক্ত করার আশ্বাস দিয়েছিলেন ২০১২ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু তা আদৌ বাস্তবায়ন হয়নি, এমনকি আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নতুন বাজেটেও এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা থাকবে কিনা সে ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। এ অবস্থায় আগামী ২৫ মে'র মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এমপিওভুক্তির ঘোষণা দেওয়া না হলে ২৯ মে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠক থেকে কঠোর আন্দোলনের ডাক দেবেন শিক্ষকরা। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আমাদের সময়কে জানান, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা যাচ্ছে না। কষ্টে থাকা শিক্ষকদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর সহানুভূতিশীল। এমপিও খাতে অতিরিক্ত অর্থ বাজেটে বরাদ্দ পেলে নতুন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেব।

মাগুরা জেলার এএন সম্মিলনী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেলোয়ারা বেগম জানান, তার স্কুলটি ১৯৯৫ সাল সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। দীর্ঘদিন ধরে এমপিওভুক্ত হবে– এই আশায় বিনাবেতনে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছেন স্কুলের ১৩ শিক্ষক। এদিকে ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত পাবনার আখরা আইডিয়াল একাডেমির শিক্ষক মো. নজরুল ইসলাম জানান, ২০০৫ সাল থেকে সরকারের স্বীকৃতি পেয়েও তারা এমপিও সুবিধা পাচ্ছেন না।

নোয়াখালী শহীদ আহম্মদ আলী মহিলা দাখিল মাদ্রাসার সুপার কাজী নুরুল হক জানান, প্রতিষ্ঠানটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমপিও সুবিধা না থাকায় বিনা বেতনে পড়াচ্ছেন শিক্ষকরা। ২০০১ সালে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয় তারাগুনিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। শুরু থেকেই বিদ্যালয়টি ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখেছে। ২০১২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার শতভাগ। আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়টি সরকারের সব শর্ত পূরণ করেও গত ১৪ বছরে এমপিওভুক্ত হতে পারেনি। এই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক আমাদের সময়কে বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার বিদ্যালয় হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন খুবই কম। তাদের দেওয়া বেতনের টাকা থেকেই শিক্ষক-কর্মচারীদের কোনো রকমে বেতন দেওয়া হয়। কোনো-কোনো শিক্ষক আবার এমপিওভুক্তির আশায় বিনা বেতনেও পড়াচ্ছেন। বিদ্যালয়ের আরেক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করে বলেন, স্বল্প বেতনে শিক্ষকরা মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এমপিওভুক্ত না হলে বিদ্যালয়টিতে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ভবিষ্যতে হয়তো আর সম্ভব হবে না।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির আমাদের সময়কে বলেন, এমপিও সুবিধা যখন সরকার দেবে, তখন ওইসব স্কুলের লেখাপড়ার তদারকিও সরকার করবে। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি স্কুলগুলোয় সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্য চলে। আমি শিক্ষকদের পাওনা না দেওয়ার পক্ষে নই। শিক্ষকদের তাদের প্রাপ্য বেতন-ভাতা দিতে হবে। শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে সেখানে ভালো লেখাপড়া প্রত্যাশা করা যাবে না। মন্ত্রণালয় গত কয়েক বছর বলে আসছে বাজেট নেই। আমার প্রশ্ন, শিক্ষার বাজেটের সঙ্গে শিক্ষকদের এই বেতন-ভাতা থাকবে না কেন?

মাউশির তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালে সর্বশেষ এক হাজার ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়। এর আগে এমপিওভুক্তির কার্যক্রম বন্ধ ছিল ৬ বছর। ২০১৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের সময় শর্ত জুড়ে দেওয়া হচ্ছে, এমপিও সুবিধা দাবি করা যাবে না। ২০১০ সাল থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা বন্ধ আছে।